সংবাদ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদকীয়

পাঠ্যবই ঃ প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে প্রতিবছরই তেলেসমাতি কারবার করে থাকেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০০২ সাল শেষ হওয়ার আগেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিল, প্রাথমিক স্তরের শতকরা ৯০ ভাগ বই স্কুলে পৌঁছে গেছে। বাকি ৫ ভাগ দু'একদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জানুয়ারির মাঝামাঝি এসেও স্কুলগুলোতে সকল বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। মাধ্যমিক স্কুলের বই বিতরণ শুরু হয় ২রা জানুয়ারি থেকে; কিন্তু এ শুরুটা যে কবে শেষ হবে তা কেউই বলতে পারে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ৪১টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১৪টি বই সরবরাহ করা গেছে। বাকিগুলো এখনও পাইপলাইনে রয়েছে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, মধ্য জানুয়ারিতে এসেও বহু স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছানো যায়নি। ইতোমধ্যে সব স্কুলে ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। এখন ছাত্রছাত্রীরা বই ছাড়া ক্লাসে গিয়ে কি করবে। এভাবে জানুয়ারির বাকি দিনগুলো পার করতে পারলেই হলো। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ঈদুল আজহা। এ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশকিছু দিন বন্ধ থাকবে। ফলে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির আগে ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখা শুরু করতে পারছে না। এই যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে বছরের দেড় মাস-দু'মাস পড়াশুনা ছাড়াই চলে গেল তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে ? প্রতিবছরই যখন পাঠ্যবই বিতরণ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আগেভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন না কেন?

স্কুলের পাঠ্যবই নিয়ে এরকমও অভিযোগ আছে যে, খোলাবাজারে এসব বই পাওয়া গেলেও সরকারি চ্যানেলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানো হয় না। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তার সঙ্গে বই বিক্রেতাদের গোপন সমঝোতা থাকে। ফলে বোর্ডের পাঠ্যবই স্কুলে যাওয়ার আগে বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছরে বই পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে থাকে এবং তারা দোকান থেকে সে বই কিনেও নেয়। দোকান থেকে বই কেনার পর তারা স্কুলের বিনামূল্যের বই পায়। এভাবে কোমলমতি শিশুদের বই নিয়ে একটি চক্র টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছে।

তার চেয়েও বড় কথা হলো শহরাঞ্চলে বিনামূল্যের বই কিনতে পাওয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলে তা কিনতে পাওয়া যায় না। ফলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা তীর্থের কাকের মতোই অপেক্ষা করে কবে বোর্ডের বই আসবে। অতীতে এমনও দেখা গেছে, বছরের অর্ধেক সময় চলে যাওয়ার পর স্কুলে বই এসেছে। এবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিস্থিতি অতটা নাজুক না হলেও মাধ্যমিক স্তরের বই নিয়ে টালবাহানা চলছে। মাধ্যমিক স্তরে মোট বইয়ের সংখ্যা ৪১টি। এর মধ্যে মাত্র ১৪টি বাজারে এসেছে। বাকিগুলো কবে আসবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে সরকারের এত ঢাকঢোল পেটানো কর্মকর্তাদের বছরব্যাপী তৎপরতা সকলি গরল ভেল। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এতদিন যে তেলেসমাতি কারবার চলে আসছিল এবারও তাই চলছে। বছরের পর বছর এ অবস্থা চলতে পারে না। এর একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই যাতে পাঠ্যবই প্রত্যেক স্কুলে পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় মন্ত্রী মহোদয়ের আশ্বাসবাণী কেবল ফাকা বুলিতে পরিণত হবে।